সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলি

মমতা চৌধুরী

কথার আলিঙ্গনে

কখন চলে গেল হেমন্ত - শীত ও যায় যায় করছে। অরন্য প্রথম ওয়াটেলের সুগন্ধে মৌ মৌ। মেগনোলিয়ার গোলাপী সাদা রঙ্গে বসন্তের আগমন লিপি। আর তার সাথে শব্দেরা ডেকে যায় বার বার - ঋতুবদলের হাওয়ার পেলব উষ্ণতায়। উত্তর গোলার্ধের ভূখন্ড থেকে ভেসে আসা এলোমেলো বাতাসের পরশে চেরিকুড়িরা রাঙ্গা হয়ে উঠে নানা রংগে। আমার মনও ভারহীন হয়ে ভেসে যেতে চায় ছেলেবেলার তুলোর ফুলের পেছনে দৌড়ে ফেরার নানা রংগের দিনগুলোতে।

কতদিন লেখা হয়না। লেখারা, কথারা, অক্ষরগুলো মনের আঙ্গিনায় গুমরে ফিরে। তারা আমায় ডেকে ডেকে অভিমানহত। লেখারা আমায় ডেকে যায় সকালে কাজের পথে গাড়ির গতিকে পাল্লা দিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর নিগুঢ় কথার ভাজে। শব্দেরা ঝড়ে পড়ে আমার ঘুমন্ত চোখের পাতায় ঝড়া বকুলের মিষ্টি সুবাস নিয়ে। আমি, শুধু আমিই পারিনা তাদের কুঁড়িয়ে নিয়ে কথার মালায় গাঁথতে। জীবনের নান্দনিক অঙ্গনে ক্ষরা চলে অকাতরে। দিন যায় দিন আসে, রাত আসে রাত ফুরোয় - আবার দিন।

জীবন দৌড়ে চলে - তার আগে সময়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি পিছিয়ে পড়ি বার বার। অনেক অ-নে-ক দূরে আবছায়ায় হারিয়ে যায় আমার স্বপ্নের ভেতরের স্বপ্নীল বৃন্দাবেলায় বেলা শেষের নীল আলো। সেভেন মাইল বিচের বালুকাবেলায় প্রশান্তমহাসাগরের ধূসর জলতরংগ আর ঘুম ভাঙ্গা সূর্যের সোনালী আলোর মাখামাখি। প্রকৃতির সবুজ বুকে আমার শেষ বেলার কাঙ্খিত আশ্রয় সেই কাঠের কেবিনের শেষ ক'টা ধাপ সাগরের নোনা জলের ছোঁয়ায় ভিজে উঠার অপরূপ ছবি।

নাগরিক জীবনের অনিয়মিত প্রাতঃভ্রমন - সেও যেন নিয়মবাধা। সময়ের তাড়ায় দেখা হয়না আর ভোরের ঘাসে শিশিরের নিঃশব্দ পতন। শোনা হয়না একলা ঘুঘুর কান্নাভরা ডাক। দেখা হয়না ভিন্‌দেশ থেকে আসা কোন বৃদ্ধার চোখে বালিকার সরল হাসি। আর এর মাঝেও আমার চাতক মনের অতলান্ত থেকে সারি বেধে শব্দেরা, কথারা, অক্ষরেরা উঁকি দিয়ে ডেকে যায়। আমার বিমূঢ় স্হবিরতা ভাঙ্গাতে চায়। সকালের সূর্য কখনও আমার সাথে, আমার পাশে, আমার উর্দ্ধে চলে - যেন গেয়ে উঠে সে, 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে-' !

আমার মনের বরফ গলতে শুরু করে সেই আলোকের ছোঁয়ায়। আমার অনুভবে আছড়ে পড়ে প্রকৃতির বন্য সুরভি। আমার দু'আঁখি নেচে উঠে ঘাস ফড়িঙ্গের চঞ্চলতায় । মন ভরে উঠে শীতের সকালের নিঃসীম নীলিমায়। সকালের কোমল অনুভুতির সূতোয় সময়ের নিঠুর আঘাত লাগার আগেই প্রাণের বন্যায় ছুটে চলি আমি ৮০ তে ৯০ কিলোমিটারের গতিতে। এক কাপ তপ্ত চা'য়ে শুরু হয় কাজের দিন। তরল সোনা রঙ্গা জলের উত্তাপ ফুরিয়ে আসে ঐ চৌকনা পর্দায় হাজারো তাপ উত্তাপের হিসাব মেলাতে। এর মাঝে কথা হয় দূরালাপনিতে আর কথার মাঝেই কখন দেখি নিজেকে শত শত নবীন মুখের সমারোহে। ভাল লাগে তরুন মুখের স্মিত সম্ভাসন, ঔৎসৌক্য। কখনও পিনপতন নিরবতায় আমার কর্নে বাজে আমারি কণ্ঠ শুধু। আবার কখন গুঞ্জন উঠে এদিকে সেদিকে মনোযোগের বাঁধন ছিঁড়ে। ভাটা পড়ে জানার আগ্রহে। কখনও বা অভিযোগ, অনুযোগ কিংবা শুধুই ছেলেমানুষির মাঝে সময় ফুরায়। আর এসবের মাঝে আমাকে চমকে দিয়ে রাশি রাশি শব্দেরা ঝড়ে পড়ে। আলেয়ার মত তারা আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়। আমি কি থমকে থামি! বিরাট পর্দায় বিজাতীয় শব্দের উপর প্রিয় শব্দের অলিক পরিস্ফুটনে! সম্বিত ফিরে পাই মূহুওর্তেই। অপরাধি বোধ হয়। দৃষ্টিকে মনের শাসনে বাঁধতে যেয়ে হিমশিম খাই।

আমার জানালার ওপাড়ে নীল আকাশ মুখভার করে থাকে। আমার ভাললাগার গাঢ় কফির সুগন্ধও আমায় সজীব করে তুলতে পারেনা। ইচ্ছে হয় সব কিছু থেকে ছুটি নিই। আমার অফিস কক্ষেই আমি হারিয়ে যায় সহস্র যোজন দূরে - লেক জর্জের ওপারে বৃন্দাবেলার কোলে আমার স্বপ্নের ভিতরের স্বপ্নের ঘরে। যার দক্ষিনা বাতায়নে বাসন্তী সমিরনের দাক্ষিন্য। আমার এলোচুলে লুকোচুরি খেলে হাজারো ছোট্ট ছোট্ট মিষ্টি স্মৃতির তারকারাশি। আর তখনি নামে অঝোর ধারায় শব্দের বৃষ্টিপাত, বয়ে যায় ফল্গুধারা হয়ে অনুভবের গভীর প্রস্রবণ ।

নিষ্ঠুর সময় যেন হিংস্র চিলের মত আমায় কেড়ে নেয় অনুভাবের রাজ্য থেকে। ছিঁড়ে আনে আমায় কথার নীলাম্বড়ী বাঁধন থেকে। দরজায় শিক্ষানবিস বা কোন সহকর্মির করাঘাতে ছুটতে হয় কোন মিটিং এ বা সপতে হয় নিজেকে কোন গবেষনা পত্র শেষ করার সময়ের শেষসীমা রক্ষার বলিকাঠে।

বেলাশেষের জানযটের সারিতে বাড়ীফেরা মুখো হাজারো জনের মাঝে আমিও এক ক্লান্তপ্রাণ। তবুও তার মাঝে একাকি মনের কন্দরে ভিড় করে আসে শব্দেরা যখন নূতন চাঁদ অনেক অহংকারে তার পূর্ণ বলয়ের সৌন্দর্য্য নিয়ে জেগে উঠে শুক্লাপক্ষের ঝক্‌ঝকে আঁধারে। মনে পড়ে শৈশব, কৌশরে তারাভরা শরতের আকাশতলে মাতামহির মুখে রূপকথার গল্প শোনার দিনগুলো। কতদিন দেখা হয়না রাতের আকাশ। নক্ষত্রের মেলা। কতদিন ভোরের শুকতারার স্নিগ্ধ পরশে আখিঁতারা উজ্জ্বল হয়নি। সময় কেড়ে নিয়েছে দেখার মন, চোখের

আলো। মনের উপর ক্লান্তির ধূলো। চোখের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমার কিশোরি বেলার সন্ধ্যাতারা আর আসেনা দিন শেষে সখ্যতা পাতাতে আমার সনে আকাশ প্রদীপ হয়ে।

যেদিন চাঁদ তার প্রস্ফুটিত পূর্ণতা নিয়ে আকাশ আর মাটির দিগন্তে চাঁপারঙ্গের আলোর শাড়িতে বধূঁয়ার বেশে এসে দাড়ায়, আমার কথারা, শব্দেরা তখন আলোর ঝর্নাধারা হয়ে মুছে দিতে চায় আমার মনের শীতলতা। আপন করে আমায় ডেকে নেয় তারা তাদের বাসন্তি মেলায়। বলে আমরা যে তোমার জন্যই প্রতীক্ষারত। আমাদের সার্থক কর তোমার কথার বাঁধনে। আমরা যে লেখনীর স্পর্শে অংকুরিত হয়ে উঠতে চাই ক্ষণে ক্ষণে। অহর্নিশি।

ক্লান্ত আমি রাতের দ্বিপ্রহরে। লেখারা আমায় পিছুছাড়না। কেড়ে নেয় প্রাণপন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার আরধ্য কোন ছাপার অক্ষরের বিশ্বরাজনীতি, সাময়িক তত্ব, তথ্য, সমালোচনা কিংবা নিছক কোন উপন্যাসের পাতা থেকে। আমি পাড়িনা তাদের এই আমন্ত্রন উপেক্ষা করতে আর। এ যেন এক মধুর প্রশান্তি। শব্দের কাছে বন্দি হয়ে এমনি করে শব্দের বাহুপাশে সমর্পিত হতে। কতছবি, কত গান, কত কথা, কত গন্ধ, বর্ণ নিয়ে শব্দেরা কোলাহল করে ফিরে আমার অস্বিস্তের চারপাশে। কিছু অনুভবেরা শব্দের মালা হয়ে গাঁথা পড়ে লেখার আখরে, আর বেশিই থেকে যায় নিভৃতে, নীরবে, অপ্রকাশিত।

সময় যায় দ্রুত। আধাঁর ফিকে হয়ে আসে। স্হির হয়ে আসে সকল ইন্দ্রিয়। আমার মনের তাপ মুছে দিয়ে নির্ঝরিত শব্দেরা আমায় সিক্ত করে শান্তির বরিষনে। আমি বিন্দু বিন্দু শব্দের হীরন্ময় আদরের চাদরের উষ্ণতায় জড়িয়ে পাড়ি দিই ঘুমের দেশে আর এক নূতন দিনের প্রতাশ্যায়। যেমনি রাতজাগা কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ আশ্রয় নেয় সকালের প্রদীপ্ত সূর্যালোকে।

তারপর! তারপর আবারও নূতন দিন - আবারও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনের কক্ষপথে আবর্তন। কাল থেকে কালান্তর॥

১০ই আগষ্ট, ২০০৫